প্রথম আলো

তারিখ ..28 DEC 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

১৮

■■ ছা ত্র রা জ নী তি ■■

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি এভাবেই চলবে?

নাজমুল ইসলাম

কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকলেও কারও কোনো মাথাব্যথা নেই, যদিও বাংলাদেশের খ্যাতনামা সব বুদ্ধিজীবী এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা করেছিলেন। কী কারণে বন্ধ সেটা বড় কথা নয়, বাংলাদেশের মানুষ দেখছে, পৃথিবী দেখছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে আছে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে—ক্লাস হবে, পরীক্ষা হবে।

কজন ছাত্র দলীয় রাজনীতি করে? হাতেগোনা কয়েকজন। কিন্তু অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য পুরো ছাত্রসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়—বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক—সবাই যেন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। অথচ যদি আমরা পরিসংখ্যান করি তাহলে দেখা যাবে দেশের অধিকাংশ মানুষ বর্তমান রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ এবং ছাত্ররাজনীতিকে অপছন্দ করেন।

ছাত্ররাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। কেউ সমর্থন করেন, কেউ করেন না, আবার কেউ বলেন ছাত্ররাজনীতি থাকবে যা শুধু ছাত্রদের জন্যই হবে—মূলধারার রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। আপামর জনগণ, সাধারণ ছাত্রছাত্রী এসব বোঝে না—তারা চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞান অর্জনের জায়গা, এখানে পড়াশোনা হবে, ছাত্ররাজনীতি থাক বা না থাক। আমাদের মতও তা-ই। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করেই হোক কিংবা ছাত্ররাজনীতিকে মূল রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেই হোক বা অন্য যেকোনোভাবেই হোক না কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে পারে না। হল দখল চলবে না, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা হলফ করে বলতে পারি, বাংলাদেশের যেকোনো সচেতন রাজনীতিকই একবাক্যে বলবেন, বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি দেশের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং তা বিভিন্নভাবে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তা জেনেও কেন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না? কারণ যারা পদক্ষেপ নিতে পারেন তাদের ছেলেমেয়েরা এই স্বাধীন দেশের বিকৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে পড়াশোনা করে না। কিন্তু এ কথা বলতে লজ্জা লাগে যে, তারা বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছে আর টাকার জোগান দিচ্ছে দেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। আর তাদের সন্তানেরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থীর অনার্স আর মাস্টার্সসহ পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার কথা থাকলেও তার লেগে যায় সাত বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়। তাহলে গরিব বাবা কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি দুই বছরের টাকা দাবি করতে, পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন। কারণ তিনি প্রতি বছর যে অর্থ দিচ্ছেন (কর) তা নিজের গায়ের ঘাম ফেলে, পরিশ্রম করে।

আসলে ব্যাপারগুলো সবাই বুঝতে পারেন। কিন্তু কেউ কেউ ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় স্বার্থের জন্য ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কিছু বলেন না। আবার কেউ কেউ ভাবেন, বলে কী হবে, কিছুই তো হবে না। এখন আমরা এমন সময়ে এসে পৌঁছেছি যে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন শুধুই জেগে ওঠার সময়, আমরা এখন নোবেলজয়ী দেশের নাগরিক। আজ আমরা বিশ্বনন্দিত, সমাদৃত। কিন্তু জাতি যদি শিক্ষাদীক্ষায় গরিব থাকে তাহলে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ছাত্রসমাজের এই দুরবস্থায় বলুন তো আমরা কার কাছে যেতে পারি। কে এই সমস্যার সমাধান দেবেন? নাকি এভাবেই চলতে থাকবে আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তিলে তিলে তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু হারাবে?

ছাত্ররাজনীতির কথা উঠলেই আমরা ছাত্ররাজনীতির কীর্তির কথা বলি, বলি '৫২, '৬৯ আর '৭১-এর কথা। হ্যাঁ, তা অবশ্যই ঠিক আছে, কিন্তু তারা যেমন আন্দোলন করেছিলেন, তেমনি জ্ঞান অর্জনও করেছিলেন। অতীতের ছাত্রদের কীর্তির কথা বলা হয়, কিন্তু ছাত্ররাজনীতির কুকীর্তির কথা কেন বলা হয় না, যা আমরা স্বাধীনতার পর থেকে দেখে আসছি। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীর লাশের কথা বলা হয় না, বলা হয় না হল দখলের কথা, অছাত্রদের ছাত্ররাজনীতি করার কথা, দুখিনী মায়ের একমাত্র শিক্ষিত সন্তানের বখাটে হয়ে যাওয়ার কথা, মেধাবী ছাত্রের সম্ভাবনাময় জীবনকে একটি অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়ার কথা, দিনের পর দিন ছাত্ররাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকার কথা।

হ্যাঁ, তারপরও আমরা বলব কীর্তির ওজনই বেশি, কিন্তু তা অবশ্যই স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্ররাজনীতির। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি স্বাধীনতার পর '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ছাড়া বর্তমান ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতিকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। যা দিয়েছে তার অধিকাংশই লজ্জা আর লজ্জা। আর এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা জাতি হিসেবে সাহসী এবং প্রবল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। দেশের সংকটে ছাত্রসমাজ—নিজেরাই সংগঠিত হয়ে দেশের হাল ধরবে যেমন ধরেছিল অতীতে। দেশের কথা চিন্তা করে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের যৌক্তিক দাবিকে সামনে রেখে এখন ছাত্ররাজনীতি হওয়া উচিত 'শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে কথা বলার জন্য।' দেশের সরকার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব—সবার কাছে আমাদের জোর আবেদন, কিছু একটা করুন, তা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাদের ক্ষমা করতে পারবে না।

সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ দেশের ১৪ কোটি মানুষের দাবি। কারণ প্রতিটি পরিবার, যাদের ছেলেমেয়েরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, তারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী—তাদের ছেলেমেয়েরা রাজনীতিতে প্রবেশ করুক আর না-ই করুক। ১৪ কোটি মানুষের দাবি নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক দাবি। তাহলে কেন কোনো সমাধান হচ্ছে না। ১৪ কোটি মানুষের সমস্যা কি ১৪ কোটি মানুষ মিলেও সমাধান করা যায় না!

২০০২ সালের ২২ জুন *প্রথম আলোতে* 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কেন' শিরোনামে একটা লেখা লিখেছিলাম এবং সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের অনুরোধ করেছিলাম যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলাম। আর এখন শেষ বর্ষে এসে আবার ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আরেকটি লেখা লিখলাম, দেখি যদি বা কিছু হয়।

নাজমুল ইসলাম : শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
nazmul0123@yahoo.com